

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কে?"

ব্রাহ্মণ

“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ভজি উচ্যতে। বদে পাঠী ভবদেবপিরঃ ব্রহ্ম
জানাতি ব্রাহ্মণঃ”।। ...জ্ঞান মঞ্জুরী

অর্থাৎ, “জন্মমাত্রইে সবাই শূদ্র। সংস্কারে ভজি পদবাচ্য হয়। বদে পাঠইে বপির
হন এবং ব্রহ্মক জ্ঞানলইে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য”।।...জ্ঞান মঞ্জুরী

ব্রাহ্মণ শব্দটা এসেছে ব্রহ্ম থেকে, এক অর্থ, যার রয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান সেই
ব্রাহ্মণ। বর্ণপ্রথা পাকাপোক্ত হয়ে সনাতন ধর্মে চেপে বসার আগে ব্রাহ্মণ হতে
পারতেন যে কেউ। মহাভারতের শান্তিপর্বতে উল্লিখিত হয়েছে যে, ব্রহ্মা প্রথমতঃ সমগ্র
জগৎ ব্রাহ্মণময় করেছিলেন, পরে ক্রমানুসারে সকলে নানা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; কেউ
হয় ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ বা শূদ্র। মহাভারতে আরও বলা
হয়েছে যে, যিনি সদাচারী ও সর্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন, যিনি সন্তোষকারী, সত্যবাদী,
জিতেন্দ্রিয় ও শাস্ত্রজ্ঞ, তিনিই ব্রাহ্মণ; অর্থাৎ গুণ ও ক্রমানুসারে ব্রাহ্মণাদি
চতুর্বর্ণের সৃষ্টি, ক্রমানুসারে নয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কে?"

জানুন পবিত্র বদে এর আলোকে, আমিজ্ঞানের ব্রাহ্মণ, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়,
ব্যবসা বানিজ্যে বৈশ্য, কর্মক্ষেত্রে শূদ্র। আমার বর্ণের সাথে কর্মের
সম্পর্ক, জন্মের সম্পর্ক নয়। জন্মগত বর্ণ বলতে আমার কিছু নই।

'ব্রাহ্মণ কে? ...

'যে ঈশ্বরের প্রতিগভীরভাবে অনুরক্ত, অহিংস, সৎ, নীতিবান, সুশৃঙ্খল, বদে
প্রচারকারী, বদে জ্ঞানী সেই ব্রাহ্মণ। ঋগ্বেদে, ৭/১০৩/৮

'ব্রাহ্মণের নজিও স্বার্থত্যাগ করে কাজ করবেন, বদে পড়বেন, এবং তা
অপরকে শেখাবেন।' মনুসংহিতা, ১/৮৮

- ১) মন নিগ্রহ করা,
- ২) ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা,
- ৩) ধর্মপালনের জন্য কষ্ট স্বীকার করা,
- ৪) বাহ্যান্তর শুচি রাখা,
- ৫) অপরকে অপরাধ ক্ষমা করা,
- ৬) কায়-মনো-বাক্যে সরল থাকা,
- ৭) বদে-শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান সম্পাদন করা,
- ৮) যজ্ঞবধি অনুভব করা,
- ৯) পরমাত্মা, বদে ইত্যাদিতে বিশ্বাস রাখা, এই সবই হল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত
কর্ম বা লক্ষণ।। গীতা, ১৮/৪২

'ক্ষত্রিয় কে? ...

'যে দৃঢ়ভাবে আচার পালনকারী, সৎ কর্ম দ্বারা শুদ্ধ, রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন,
অহিংস, ঈশ্বর সাধক, সত্যের ধারক ন্যায়পরায়ণ, বদ্বিষেমুক্ত ধর্মযোদ্ধা, অসৎ

এর বিনাশকারী সবে ক্ৰ্ষত্রয়ি। (ঋগ্বেদে, ১০/৬৬/৮)

'ক্ৰ্ষত্রয়িরা বদে পড়বে, লোকরক্ষা ও রাজ্য পরচালনায় নযুক্ত থাকবো।"

(মনুসংহতি, ১/৮৯)

১) শট্রয়,

২) তজে বা বীর্য,

৩) ধট্রয়,

৪) প্রজা প্রতপালনরে দক্ষতা,

৫) যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ না করা,

৬) মুক্ত হস্তে দান করা,

৭) শাসন করার ক্ষমতা,এগুলি হল ক্ৰ্ষত্রয়িরে স্বাভাবিকি কর্ম। গীতা ১৮/৪৩

'বট্রয় কে...?

'যে দক্ষ ব্যবসায়ী,দানশীল চাকুরীরত এবং চাকুরী প্রদানকারী সেই বট্রয়।

অথর্ববেদে, ৩/১৫/১

'বট্রয়রা বদে পড়বে,ব্যবসা ও ক্ষকির্মে নজিদেরে নযুক্ত থাকবো।মনুসংহতি, ১/৯০

১) চাষ করা,

২) গো-রক্ষা করা,

৩) ব্যবসা-বাণিজ্য ও সত্য ব্যবহার করা,এগুলি হলো বট্রয়দের স্বাভাবিকি কর্ম।

গীতা ১৮/৪৪

'শূদ্র কে...?

যে অদম্য,পরশ্রমী,অক্লান্ত জরা যাকে সহজে গ্রাস করত পোরনো, লোভমুক্ত কষ্টসহিষ্ণু সেই শূদ্র।

ঋগ্বেদে, ১০/৯৪/১১

'শূদ্ররা বদে পড়বে, এবং সেবো মূলক কর্মকান্ডে নযুক্ত থাকবো।মনুসংহতি, ১/৯১

বট্রয়দের স্বভাবজাত কর্ম এবং সর্ব চার বর্ণেরে সেবো করাই হলো শূদ্রদের

স্বাভাবিকি কর্ম। গীতা, ১৮/৪৪, চতুর্বর্ণেরে কর্মগুণে।

'চাতুর্বর্ণ্যন ময়া সৃষ্টিং গুণকর্মমবভাগশঃ।

তস্য কর্তারমপি মাং বদ্বিকর্তারমব্যয়ম্।। গীতা, ৪/১৩

অনুবাদঃ-প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ৰ্ষত্রয়ি, বট্রয় এবং শূদ্র চারটি বর্ণবভাগ সৃষ্টিকরছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলোে আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবো।

'বশির্লষণঃ-ব্রাহ্মণ, ক্ৰ্ষত্রয়ি, বট্রয় এবং শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয় গুণ এবং কর্মেরে বভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টিকরছি। জীবদেরে গুণ এবং কর্ম অনুসারে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ৰ্ষত্রয়ি, বট্রয় ও শূদ্র,তাদের চার বর্ণেরে সৃষ্টিভাগ করি। কিন্তু এই সৃষ্টিরচনা প্রভৃতির কর্মগুলি কর্তৃত্ব ও ফলচ্ছা পরতি্যাগ করাই করি।।

'ব্রাহ্মণক্ৰ্ষত্রয়িবশিং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।

কর্মাণি প্রবভিক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণঃ।। গীতা, ১৮/৪১

অনুবাদঃ-হে পরন্তপ.! ব্রাহ্মণ, ক্ৰ্ষত্রয়ি, বট্রয় তথা শূদ্রদেরে কর্ম স্বভাবজাত গুণ, অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে।

'বশির্লষণঃ-

হে পরন্তপ! এই জগতে ব্রাহ্মণ, ক্ৰ্ষত্রয়ি, বট্রয় ও শূদ্র এই চারটি বর্ণেরে বভাগ মানুষেরে স্বভাবজাত গুণাদি অনুসারে কথা হয়েছে। সুতরাং নজি নজি বর্ণনুসারে নয়িত কর্ম (স্বধর্ম) অনুষ্ঠতি করাই হল এই গুণাদি থেকে মুক্ত হবার উপায়।

'গুণেরে অধিকার'...

এখানে গুণ বলতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ৩টি গুণের কথা বলা হয়েছে। সত্ত্বপ্রধান গুণে ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজঃ প্রধান গুণে ক্షত্রিয়, রজতমঃ প্রধান গুণে বৈশ্য এবং তমঃ প্রধান গুণে শূদ্র। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছলে হলেই ব্রাহ্মণ হবে, এমন নয়। সত্ত্বগুণপ্রধান স্বভাব হলে, শূদ্রের ছলে হলেও ব্রাহ্মণ হবে এবং ব্রাহ্মণের ছলে তমঃ গুণ প্রধান স্বভাব হলে, সে শূদ্র হবে, এটাই ভগবদ্বাক্য হতে সহজ উপলব্ধি। এখানেই একটি বিষয়ে স্পষ্ট যে জাতি আছে কিন্তু জন্মের কারণে নয়, জন্মের পরে কৃত কর্মের উপর ভিত্তি করে। সনাতন সমাজে সবচেয়ে বর্ণ/জাত প্রথা বর্ধমান রয়েছে।

'ব্রাহ্মণ এর পরাধীনা বর্ণনা'...

ব্রাহ্মণ পবিত্র বদে ও অন্যান্য শাস্ত্র অনুযায়ী ব্যক্তির গুণ ও তার কর্ম অনুযায়ী এই ব্রাহ্মণ তৈরি হয়। ব্রাহ্মণ হলো সেই সকল ব্যক্তি যারা জ্ঞানী পণ্ডিত ও বদে উপনিষদ অনুযায়ী সকলকে জ্ঞান দান করেন।

'চারবর্ণ জাত'...

বর্ণের অর্থ চয়ন বা নির্ধারণ এবং সামান্যতঃ শব্দ বর্ণেও এই অর্থ ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তি নিজ রূচি, যোগ্যতা এবং কর্ম অনুসারে ইহাকে স্বয়ং বর্ণ করে, এই জন্ম ইহার নাম বর্ণ। বৈদিক বর্ণ ব্যবস্থা মধ্যে চার বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কোনো ব্রাহ্মণের জন্ম থেকেই হয় না কি গুণ কর্ম স্বভাব দ্বারা কোনো ব্যক্তির যোগ্যতার নির্ধারণ শিক্ষা প্রাপ্তির পশ্চাতেই হয়। জন্মের আধারে উপর হয় না। কোনো ব্যক্তির গুণ, কর্ম স্বভাবের আধারে উপরই তার বর্ণের নির্ধারণ হয়।

'বর্ণাশ্রম কি'...

ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র.. এই চার শ্রণীর বর্ণ, এই সমাজ ব্যবস্থাকে তারা নাম দিলো 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'। বর্ণপ্রথা বর্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের অন্যতম বড় শত্রু। কিন্তু প্রকৃত সত্য কি? অনেকেই হয়তো জানেন। তবু যারা না জানেন, তাদের জন্ম বদেই আলোকে আলোচিত হলো।

ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চার বর্ণকে নিয়ে পবিত্র বদে বলেছে... ১.

১. জ্ঞানের উচ্চ পথে ব্রাক্ষ্মণ,

২. বীরত্বের গঠনকে ক্షত্রিয়,

৩. তার নির্দোষ লক্ষ্যে পশোভিত্তিক বৈশ্য,

৪. নির্দোষ লক্ষ্যে সবার পরিশ্রমে শূদ্র,

সকলেই তার ইচ্ছামাফকি পশোয়, জন্মই ঈশ্বর জাগ্রত। ঋগ্বেদে, ১/১১৩/৬

এক একজনের কর্মক্ষমতা ও আধ্যাত্মিকতা এক এক রকম আর সেই কর্মগুণ অনুসারে কডে ব্রাক্ষ্মণ, কডে ক্షত্রিয়, কডে বৈশ্য কডে শূদ্র। ঋগ্বেদে, ৯/১১২/১ 'পবিত্র বদেই ঈশ্বর ঘোষণা করছেন সাম্যের বাণী মানবের মধ্যে, কহে বড় নয়, কহে ছোট নয়, এবং কহে মধ্যম নয়, তাহারা সকলেই উন্নতি লাভ করছে। উৎসাহের সঙ্গে বিশেষ ভাবে ক্রমোন্নতির প্রযত্ন করছে। জন্ম হতেই তাঁরা কুলীন। তাঁরা জন্মভূমির সন্তান দিব্য মনুষ্য। তাঁরা আমার নিকট সত্য পথে আগমন করুক।

ঋগ্বেদে, ৫/৫৯/৬